দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩০। ১। ৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৬ ...

019

ছাত্র নেই শিক্ষক নেইঃ ৩০টি কলেজের অনুমোদন বাতিল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

চাপাইনওয়াবগঞ্জ, ২৮শে জানুয়ারী।—রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ৩০টি বেসরকারী কলেজের অনুমোদন বাতিল করেছে অথবা অনুমোদনদানে বিরত আছে। এসব কলেজে ছাত্র, শিক্ষক খেলার মাঠ ও প্রয়োজনীয় ভবন ছিল না। শুধু কাগজে কলমে এসব কলেজের অস্তিত্ব ছিল।

বোর্ড ঐসব কলেজের ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না বলে কলেজগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের শেষ তারিখ হচ্ছে আগামী ৩১শে জানুয়ারী। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনুমোদন বাতিল কৃত ত্রিশটি কলেজে ফরম পাঠানো হতে বিরত রয়েছে। যেসব কলেজে ফরম পৌঁছেনি সেই সব কলেজের কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করলে তাদেরকে ফরম দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

ফলে এটা সুনিশ্চিত হয়ে গেছে যে এইসব কলেজের প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কারণ ফরম পূরণের শেষ তারিখ প্রায় অতিক্রান্তের কাছাকাছি। ফলে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছে।

অনেক কলেজের ছাত্ররা অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছে। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে তার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, প্রতি বছর মফস্বলের এইসব কলেজে শহর থেকে আসা এক শ্রেণীর তথাকথিত ছাত্র ফরম পূরণের পূর্ব মুহূর্তে মোটা টাকার বিনিময়ে ভর্তি হয়। তারপর ফরম পূরণ করে পরীক্ষায় পাস হবে এই ধরনের নিশ্চিত সেন্টারগুলিতে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এইবারও এই ধরনের বিপুল সংখ্যক ছাত্র এসে এইসব কলেজে ভিড় লাগিয়েছে। কিন্তু বাধ সেধেছে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যেসব কলেজের মঞ্জুরী নবায়ন নেই এবং বোর্ডের অনুমতি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত কলেজের ছাত্রদের বৈধ কলেজ ছাত্র বলা চলে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরীক্ষাতেও অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফরম সরবরাহ করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। তা হলে এই সব কলেজের পরীক্ষার্থীদের কি হবে জিজ্ঞাসা করলে বোর্ড চেয়ারম্যান জানান যে আইন ও নিয়ম তার নিজস্ব গতিতে আবর্তিত হবে।

এদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে—মঞ্জুরী নবায়নের জন্য আবেদন করেও কোন সাড়া মেলেনি। তাই বলে পরীক্ষা বন্ধ থাকেনি। গত বছরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ এইসব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিয়েছিল, এমন কি ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন ফিও জমা নিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না,

এর পাশাপাশি ভিন্ন চিত্রও রয়েছে। বোর্ডের অভিযোগ ছাত্রের সংখ্যা কম বলে তারা ফরম সরবরাহ করেনি, কিন্তু যেসব কলেজে ফরম সরবরাহ করা হয়নি তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে এমন অনেক কলেজের মঞ্জুরী নবায়ন ও ফরম সরবরাহ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাই প্রশ্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি কোন বিশেষ স্বার্থে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছে না।